SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ১১ । সংখ্যা ৩৬ | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ আয়োজন
চাকরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তরুণদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা ২০২১ এর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজন করা হয় ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। ৫ ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম'-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি (ভার্চুয়ালি) ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরা উদ্যোক্তা হবেন, অন্যদের চাকরি দেবেন। তিনি আরো বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সব কর্মসূচি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এজন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ সব ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। দেশজুড়ে আছে ৭৮ লাখের বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন লোকের কাজের ব্যবস্থা হলে ৭৮ লাখ বেকার জগগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমরা সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাবো। তবে যত্রতত্র শিল্প গড়া যাবে না। তিনি আরো বলেন, এসএমই নীতিমালা ২০১৯, শিল্পনীতি ২০১৬, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ সহ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিরাট অবদান রাখছে। এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণসহ নানামুখী কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন দেশের কী চাহিদা আছে, সে অনুযায়ী আমাদের দেশে কোন ধরনের কাঁচামাল পাওয়া যায়, সে অনুযায়ী শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন তিনি। এর ফলে দেশের বাজার সম্প্রসারণ হবে, বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে মর্মে উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধু পণ্য উৎপাদন নয়, তা যেন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এ বিষয়ে অনেক বেশি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার প্রায় শতভাগ, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাই ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন যেন আরো বেশি ঋণ দিতে পারে, আমরা সেই সুযোগ করে দিতে চাই। করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের জন্য সরকার প্রথম দফায় ২০ হাজার কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় আরো ১৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এতে সরকার ৫% ভর্তুকি প্রদান করায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার মাত্র ৪%। এসএমই ফাউন্ডেশনকেও ৩০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক খণ্ড জমি নিয়ে উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। তিনি আরো বলেন, জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য আমরা একটা জায়গা দিয়েছি। সেখানে একটা ভবন তৈরি করে দিচ্ছি। এসএমই ফাউন্ডেশনও এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে ঢাকা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে উদ্যোক্তাদের পণ্য ডিসপ্লে সেন্টার করে দেয়া যায়।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, কোভিড-১৯ সময়েও এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তাই এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের আরো সাপোর্ট দরকার সরকারের পক্ষ থেকে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, নারী-উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণে সবচেয়ে সফল প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন। তাই এসএমই ফাউন্ডেশনকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, পণ্যের প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠায় এসএমই ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(অবশিষ্ট ২য় পৃষ্ঠায়)

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ আয়োজন
চাকরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তরুণদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তবে এসএমই ফাউন্ডেশনকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এনডাওমেন্ট ফান্ড, ক্রেডিট ফান্ডের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আয়কর অব্যাহতি প্রাপ্তি এখন সময়ের দাবি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার এসএমই খাতের উন্নয়নে আন্তরিক এবং বদ্ধপরিকর, যা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেক্টরভিত্তির পরিকল্পনা ও প্রণোদনা প্যাকেজের ফলে কোভিড-১৯ মহামারীর ক্ষতি অনেক কম হয়েছে বাংলাদেশে। তবে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এখনো নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন। সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে গত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা মাত্র দেড় মাসের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ২০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হলে আরো বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবন নেই এবং নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ না থাকায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় মনযোগ আকর্ষণ করছি।

এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন একটি সময়োপোযোগী উদ্যোগ। নবমবারের মতো এই মেলা আয়োজন করায় আমি এসএমই ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই। করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে এই খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ নীতি সহায়তা জরুরি। সারাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এসএমই খাতের জন্য জমি বরাদ্দ এবং ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানের বিশেষ সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২১ বিজয়ী ৪জন- মাইক্রো উদ্যোক্তা হুমায়রা মোস্তফা সোহানী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ছৈয়দ মোহাম্মদ শোয়াইব হাছান ও মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম এবং মাঝারি উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আজিজুল হক এর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক, ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। ০২ ডিসেম্বর ২০২১ ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষ্যে আগারগাঁও পর্যটন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান।

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সাথে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২১ বিজয়ী উদ্যোক্তাগণ

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় সারাদেশ থেকে ১১টি খাতের ৩১৩টি এসএমই প্রতিষ্ঠান ৩২৭টি স্টলে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এবার অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৬০% নারী এবং ৪০% পুরুষ। মেলায় অংশ নিয়েছে ফ্যাশন ডিজাইন খাতের সবচেয়ে বেশি ১১৯টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া চামড়াজাত পণ্য খাতের ৩৭টি, খাদ্য/কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য খাতের ৩৬টি, হ্যান্ডিক্রাফটস আইটেম ৩৩টি, পাটজাত পণ্য খাতের ২৯টি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য খাতের প্রতিষ্ঠান ১৭টি, আইটি খাতের ৮টি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স খাতের ৬টি, হারবাল/অর্গানিক পণ্যের ৪টি, জুয়েলারি পণ্যের ৫টি এবং পাস্টিক পণ্য খাতের ৩টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মেলায় মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র ও ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, একসপ:এটুআই, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিটাক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি), জেডিপিসি, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের আরো ২৫টি স্টল ছিল। মেলার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ফিন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিস, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট উইং চারটি সেমিনার আয়োজন করে।

১২ ডিসেম্বর ২০২১ ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. জাফর উল্লাহ্। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা বাস্তবায়ন কমিটি আহবায়ক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এবারের মেলায় ১০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় ও ১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন উদ্যোক্তারা।

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১০৬জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে মাত্র সাড়ে ৪ মাসে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রথম দফায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৯২৫জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে মাত্র দেড় মাসে ১০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণের জন্য ২০০ কোটি টাকা ছাড় করে অর্থ বিভাগ। তবে নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগেই অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, মাত্র তিন মাসে ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২১৮১জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রথম দফায় ১২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ বিতরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ব্র্যাংক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, বেসিক ব্যাংক, দ্যা সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩১০৬জন সিএমএসএমই উদ্যোক্তার মাঝে ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১৪৬২জন ট্রেডিং খাতের, ১১৬৭জন উৎপাদন খাতের এবং ৪৭৭জন সেবা খাতের। ৫০ শতাংশ উদ্যোক্তাই ৫ লাখ টাকার চেয়ে কম ঋণ নিয়েছেন।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ ৪% সুদে ঋণ পেয়েছেন। প্রথম দফায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ ছিলো সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। তবে দ্বিতীয় দফায় আরো বেশি উদ্যোক্তাকে ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দ্বিতীয় দফায় ১৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা ছাড় করে অর্থ বিভাগ। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সারাদেশের প্রায় ১০০টি এসএমই ক্লাস্টার, চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সারাদেশের নারী-উদ্যোক্তা এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত এসএমই উপখাত, ট্রেডবডি এবং গ্রুপের তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ না পাওয়া পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করে। উল্লেখ্য, ২১ মার্চ ২০২১ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে পরিচালক পর্ষদের সভায় এই ঋণ কর্মসূচি বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়।

'Financing SMEs in Bangladesh: Lessons from the German Experience' পলিসি পেপার উপস্থাপন

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং জার্মান উন্নয়ন সংস্থা Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর ২০২১ অনলাইনে 'Financing SMEs in Bangladesh: Lessons from the German Experience' পলিসি পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান। অনুষ্ঠানে পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকী খলীলী। জার্মানির এসএমই অর্থায়ন অভিজ্ঞতা ও নীতির আলোকে বাংলাদেশের এসএমই অর্থায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এ. কে. এম সাজেদুর রহমান খান, এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ফেলিক্স কোলবিজসহ গবেষক, অর্থনীতিবিদ, এসএমই উদ্যোক্তা, ব্যাংক এবং চেম্বার-অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ।

অনলাইনে 'Financing SMEs in Bangladesh: Lessons from the German Experience' পলিসি পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

'Online Business Communication & Social Media Marketing' প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৬-১৮ নভেম্বর ২০২১ সিলেটে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য 'Online Business Communication & Social Media Marketing' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগের দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষতঃ নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেসবুক, লিংকডইন, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, গুগল এ মাই বিজনেস লিস্টিং ব্যবহার করে পণ্য বাজারজাতকরণ কৌশল, নতুন ব্যবসায়িক এটিকেটস, ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মহামারী পরবর্তী সময়ে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য করণীয় ও বর্জনীয়সহ আধুনিক প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ৩০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় Joint activities for women entrepreneurship development in collaboration with partner financial institutions. কর্মসূচির আওতায় এমন ১০টি কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

'Online Business Communication & Social Media Marketing' প্রশিক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে উদ্যোক্তাগণ

এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য ইন্সটিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

এসএমই উদ্যোক্তা/ট্রেডবডি/অ্যাসোসিয়েশন/ চেম্বার ও ষ্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিবর্তন আনয়ন এবং তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে এসএমই খাতের বিকাশে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর '২১-এ ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তা উন্নয়নে ৩৫টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি:

অনলাইন ও অফলাইনে আয়োজিত 'ই-কমার্স ফর এসএমই'স' ৬টি প্রশিক্ষণে ১১৮জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।

ন্যাচারাল ডাইং নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা করছে এমন সম্ভাবনাময় ৬০জন উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়নে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় "Natural Dye for SMEs" ২টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। ০৯-১৩ অক্টোবর ২০২১ ফরিদপুরে এবং ০৭-১১ নভেম্বর ২০২১ ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। ফরিদপুরে প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। ঢাকায় ২৭জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়।

ঢাকায় ১০-১৪ অক্টোবর ২০২১ 'বহুমুখী পাটজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন' প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। প্রশিক্ষণে ৩২জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিযোগিতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় 'বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন'

ফরিদপুরে আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ১৭-২১ অক্টোবর ২০২১ প্রশিক্ষণে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে জড়িত ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

৩১ অক্টোবর-০৪ নভেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় বাঁশ বেত শিল্প ক্লাষ্টারের ৩০জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে 'বহুমুখী বাঁশ- বেত দিয়ে পণ্য তৈরি' প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

চাপাইনবাবগঞ্জ ও যশোরের নকশীকাঁথা ক্লাস্টারের ৬০জন উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়নে 'ব্লক-বাটিক' এবং 'ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিনপ্রিন্ট' প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বগুড়া হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টারের ৩০জন উদ্যোক্তার উন্নয়নে ১৯-২১ নভেম্বর ২০২১ 'Foundry Processing' প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারের ৩০জন উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়নে ২০-২৪ নভেম্বর ২০২১ 'Diversified Leather Goods Production' প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। ২৩-২৭ নভেম্বর ২০২১ নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের নিয়ে 'নতুন ব্যবসা সৃষ্টি' প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ১১জন নারী ও ২০জন পুরুষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২৯ অক্টোবর ২০২১ শ্রীমঙ্গলে 'মনিপুরী তাঁত শিল্প: ঐতিহ্যের বিকাশে করণীয়' মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র সভাপতি স্বর্ণলতা রায় এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় চেম্বার/ট্রেডবডি'র সহায়তায় আরো ১৭টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

সোনারগাঁও জামদানি তাঁত পল্লী পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

০৪ অক্টোবর ২০২১ সোনারগাঁও জামদানি তাঁত পল্লী পরিদর্শন করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মানতাশা আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর স্থানীয় প্রতিনিধি Jayendu De এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার Shiruzimath Sameer। ২০১৩ সালে জামদানি বুননের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ জামদানি শাড়ির জন্য ভৌগলিক নির্দেশক (GI) মর্যাদা পায়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হস্তনির্মিত ঐতিহ্যবাহী পোশাক বুননের বেশ কয়েকটি কারখানা পরিদর্শন করেন এবং জামদানি প্রস্তুতকারক তাঁতীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় বিপন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও পেশা সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারে জামদানিকে জনপ্রিয় করতে এবং এই জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে বৈঠকে পণ্য

সোনারগাঁও জামদানি তাঁত পল্লী পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে উদ্যোক্তাগণ

বৈচিত্র্যকরণ, পণ্যের নকশা উন্নয়ন, বিপণন, বাজার সংযোগ, তাঁতীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন অতিথিবৃন্দ।

'Foundry Processing' প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৯-২১ নভেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাদের 'Foundry Processing' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বগুড়া'র বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ফাউন্ড্রি মেল্টিং, মোল্ডিং, কাস্টিং এবং ফাইনাল জব এর গুণগত মানোন্নয়ন বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ৩য় দিন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বগুড়ার ফাউন্ড্রিশপে মোল্ডিং এর বিভিন্ন পদ্ধতির পাশাপাশি মেল্টিং ও কাস্টিং দেখানো হয়। প্রশিক্ষণে বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের ৩২জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

'Foundry Processing' প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাগণ

'বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা' পলিসি পেপার উপস্থাপন

মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি। ২৩ নভেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা এফইএস, বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে 'বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা' পলিসি পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানে একথা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকেই দেশের কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে কারিক্যুলাম পরিবর্তন, শিল্পের চাহিদা অনুসারে কার্যকর ও বিষয়ভিত্তিক কোর্সের সংখ্যা বাড়ানোসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। তবে এখনো দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন করা প্রয়োজন বলেও স্বীকার করেন তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. হেলাল উদ্দিন এনডিসি। অনুষ্ঠানে পলিসি পেপার উপস্থাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী।

'বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা' পলিসি পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানে
শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, দেশে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও শিল্প মালিকদের চাহিদা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিক্যুলামের মধ্যে এখনো অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, খরচ কমাতে শিল্প মালিকরা যেমন দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দিতে চাননা, তেমনি কারিগরি শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে এবং শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশীপ ও ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানো।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. হেলাল উদ্দিন এনডিসি বলেন, বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে আন্তরিক। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় সরকারের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকার প্রথম ধাপে ১০০টি উপজেলায় এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩২৯টি উপজেলায় তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে বিদ্যমান সব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ভালো নয় স্বীকার করে তিনি বলেন, এজন্য দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে রেটিং করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় মান কাঠামো অনুসরণ করে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করারও আশ্বাস দেন তিনি।

'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স' ফলোআপ অনুষ্ঠান

'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স' ফলোআপ অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা বা ই-কমার্সে সক্ষমতা অর্জনে এসএমই ফাউন্ডেশন কয়েক বছর যাবত কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন ঢাকাসহ বিভাগীয় পর্যায়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স ও ই-মার্কেটিং সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ব্যবসায়িক কৌশলসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অক্টোবর ও ডিসেম্বর ২০২১ এ ই-কমার্স বিষয়ক ফলোআপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ৬০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

'ডিজিটাল ব্যবসা উদ্যোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায় ডিজিটাল রূপান্তর' কর্মশালা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যবসায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা সময়ের চাহিদা। দেশে বেশ কিছু ডিজিটাল উদ্যোগ সফল হয়েছে এবং বহু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে পেমেন্ট, ব্যবসার সব স্তরে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন করতে পারলেই বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের টিকে থাকা সম্ভব। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ২৭ নভেম্বর ২০২১ 'ডিজিটাল ব্যবসা উদ্যোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায় ডিজিটাল রূপান্তর' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

'ডিজিটাল ব্যবসা উদ্যোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায় ডিজিটাল রূপান্তর' কর্মশালায় উদ্যোক্তাগণ

'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের হিট ও সারফেস ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ০৮-০৯ নভেম্বর ২০২১ যশোরে 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের হিট ও সারফেস ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় হিট ও সারফেস ট্রিটমেন্ট, এর উপকারিতা, প্রকারভেদ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনে এর ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ, উপকরণ ও সরঞ্জাম, মেটাল কম্পোজিশন, ফারনেস পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা, প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। কর্মশালার অংশ হিসেবে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের টেস্টিং, পরামর্শ, ফেব্রিকেশন ও অন্যান্য সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস), যশোর শাখার ২০জন উদ্যোক্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচি
উদ্যোক্তা-ব্যাংকার- ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠান

৩০ অক্টোবর ২০২১ সিলেটে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট কার্যালয়ের সহায়তায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এ কে এম এহসান এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যাংকারদের দূরত্ব কমাতে উদ্যোক্তা সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে একটি হটলাইন চালু করা যেতে পারে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান বলেন, ছোট উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরত না পাওয়ার কোন নজীর নেই। তাই এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সহজ করতে ব্যাংকার প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

১৭ নভেম্বর ২০২১ রংপুরে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সিলেটে আয়োজিত উদ্যোক্তা-ব্যাংকার- ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা'র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. বাবর আলী। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান বলেন, ঋণ পাওয়ার শর্ত ও তথ্যসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় প্রদর্শন করা হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য তা সহায়ক হয়।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের দ্বিতীয় দফা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় চলতি অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সই করে ফাউন্ডেশন। ঋণের সুদের হার মাত্র ৪%।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ব্র্যাংক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, বেসিক ব্যাংক, দ্যা সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স।

দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা সভা

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১-এ অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে অনলাইনে ৫টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। ০৫, ২১, ২৪ ও ২৬ অক্টোবর ২০২১ এবং ০১ নভেম্বর ২০২১ যথাক্রমে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ইস্টার্ণ ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ওয়ান ব্যাংক-এর সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। ০৬ অক্টোবর ২০২১ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানদের সঙ্গে অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। সভায় অংশগ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি,

অনলাইনে আয়োজিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, ফাউন্ডেশনের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এসএমই প্রধান, এসএমই বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন শাখা প্রধান।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র সাথে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভা

২৭ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির কার্যালয়ে সমিতির সদস্য এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর কর্মকর্তাদের 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভা' আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। সমিতির সভাপতি মোঃ আবদুর রাজ্জাক, পরিচালকবৃন্দ ও ঋণ গ্রহণেচ্ছু ২৫জন উদ্যোক্তা এবং বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর এসএমই বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র সাথে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'International Journal of SME Development'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন' বিষয়ে জার্নালের এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. শরীয়ত উল্লাহ, অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন, অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউজ অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবীব এবং বিআইডিএস এর গবেষণা পরিচালক ড. মনজুর হোসেনের ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

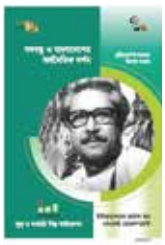

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে এসএমই ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের মনে আশার সঞ্চার

০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানে স্বল্প মূল্যে কিছু স্টল বরাদ্দ দেয় এসএমই ফাউন্ডেশন। দেশের বিভিন্ন এসএমই শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা তাঁদের তৈরি পণ্য নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কয়েকটি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা নিজ উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত ফি জমা দিয়েও মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এসএমই পণ্য মেলায় ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণন ও অর্ডার প্রাপ্তিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। মেলায় ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের বিবরণ:

- যশোর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা প্রথমবারের মত মেলায় অংশগ্রহণ করে পণ্য বিক্রির পাশাপাশি বড় অংকের পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন।
- মানিকগঞ্জের ঘিওর বাঁশ-বেত শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা মেলায় অংশগ্রহণ করে ক্রেতাদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। মেলায় পণ্যের উল্লেখযোগ্য পণ্য বিক্রির পাশাপাশি ক্রেতাদের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। উদ্যোক্তাগণ ডেনমার্কে রপ্তানির জন্য ৩০০০ পিস পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন।
- সাভারের ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা মেলায় পণ্য বিক্রি ও অর্ডার প্রাপ্তির পাশাপাশি ক্রেতা সাধারণের নজর কাড়েন।
- বগুড়ার শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্টলে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেন। পণ্য বিক্রি ও অর্ডার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে উদ্যোক্তাগণ পরবর্তীতে নিজ উদ্যোগে মেলায় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
- পাশাপাশি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রান্তিক ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্টলে ধামরাই কাঁসা পিতল ক্লাস্টার, সিলেট মনিপুরী ক্লাস্টার, পিরোজপুরের বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।
- এছাড়া বরাবরের মতোই জামালপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ নকশীকাঁথা ক্লাস্টার, কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার ও মিরপুর বেনারসি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলায় এসএমই ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের পণ্য পরিদর্শন করেন শিল্পমন্ত্রী

এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

১০টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ:

১। ৩টি পুরাতন ক্লাস্টার-সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, নাটোরের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার এবং পাবনার সাঁথিয়া হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের 'উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ' সম্পন্ন হয়।

২। ৭টি নতুন ক্লাস্টার-সাভারের ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি ক্লাস্টার, মানিকগঞ্জের ঘিওর বাঁশ-বেত ক্লাস্টার, যশোরের নকশীকাঁথা ক্লাস্টার, নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, ও যশোরের গদখালী ফুলের ক্লাস্টার, পটুয়াখালীর বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টার, ঝালকাঠির নলছিটি শীতলপাটি ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

উল্লেখ্য, নতুন ক্লাস্টারগুলোর উন্নয়নে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

ক) যশোর নকশীকাঁথা ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়। উদ্যোক্তাদের জন্য 'পণ্য বহুমুখীকরণ ও ডিজাইন' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

খ) মানিকগঞ্জে ঘিওর বাঁশ-বেত শিল্প ক্লাস্টারে আগে বাঁশ ও বেতের মাধ্যমে গতানুগতিক ডিজাইনের পণ্য উৎপাদন করা হতো। 'পণ্য বহুমুখীকরণ' প্রশিক্ষণের পরে উদ্যোক্তারা বাঁশ ও বেতের পাশাপাশি পাট, হোগলা পাতা ও মোর্তা ব্যবহার করে শতাধিক ডিজাইনের নতুন পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেন।

গ) যশোরের নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়। ঢাকায় ক্লাস্টারটির উদ্যোক্তাদের জন্য 'ক্রিকেট ব্যাট তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সিএনসি মেশিনের ব্যবহার' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

ঘ) সাভারের ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি ক্লাস্টার পরিদর্শন শেষে উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ক্লাস্টারটিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও আইসিটি সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

মানিকগঞ্জের ঘিওরে একটি প্রশিক্ষণে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে উদ্যোক্তাগণ

বগুড়ার শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উন্নয়ন:

৩। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়ায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বগুড়ার আদমদিঘীর শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের সংযোগ রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মেরামত করা হয়। এছাড়া ডিজাইন ও পণ্য বহুমুখীকরণের ধারাবাহিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের পণ্যের ডিজাইনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

'বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন' প্রশিক্ষণ আয়োজন

২২-২৪ নভেম্বর ২০২১ কুমিল্লায় 'বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, কারখানার পরিবেশ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার, সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, কীটপতঙ্গ দমন, সর্বোপরি নিরাপদ উপায়ে খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বিএসটিআই-এর উপপরিচালক খোদেজা খাতুন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধান বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীগণ হক ফুড প্রোডাক্টস সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং সঠিক উৎপাদন রীতি'র প্রায়োগিক ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। প্রশিক্ষণে কুমিল্লার বেকারি শিল্প মালিক সমিতির ২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগঃ নারী-উদ্যোক্তা প্রেক্ষিত’ সেমিনার আয়োজন

৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১-এর অংশ হিসেবে ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগঃ নারী-উদ্যোক্তা প্রেক্ষিত’ সেমিনারের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি’র সভাপতি বেগম মেহের আফরোজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মানতাশা আহমেদ। বিশেষ আমন্ত্রণে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মির্জা নূরুল গণী শোভন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)’র প্রেসিডেন্ট নিহাদ কবির। নির্বাচিত আলোচক ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো’র মহাপরিচালক-১ মাহবুবুর রহমান এবং উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরামের সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশা। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজিম হাসান সাত্তার। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এক দশকে নারী-উদ্যোক্তার সংখ্যা ১.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮ শতাংশে উত্তীর্ণ হয়েছে। নারী-উদ্যোক্তাদের বাজার সংযোগের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের নানামূখী কার্যক্রমের মধ্যে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে এসএমই পণ্য মেলা, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন, সেমিনার আয়োজন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষতঃ WB, IFC, TFO Canada, WEconnect International, iDE Bangladesh, Asia Foundation এর সাথে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

‘কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগঃ নারী-উদ্যোক্তা প্রেক্ষিত’ সেমিনারে বেগম মেহের আফরোজ এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

নিহাদ কবির বলেন, বাংলাদেশে ৭৮ লক্ষ এসএমই উদ্যোক্তার মধ্যে ৭.২১% নারী। তাই দেশের ৬ লক্ষ নারী-উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজার সংযোগ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা দেশের মূলধারার অর্থনীতিকে বেগবান করতে সহায়ক হবে।

বেগম মেহের আফরোজ বলেন, বর্তমান সরকার জেন্ডার সেনসেটিভ বাজেট, নীতি কৌশল নির্ধারণে নারীদের অংশগ্রহণ, শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে যে জনসংখ্যার সোনালী সোপান চলছে তা কাজে লাগাতে নারীদের গতানুগতিক বুটিকস ও সেলাই থেকে বেরিয়ে আইসিটি প্রশিক্ষণ, পার্লার, ইলেক্ট্রনিক্স, ড্রাইভিং ইত্যাদি পেশায় যুক্ত করতে হবে।

মির্জা নূরুল গণী শোভন বলেন, নারী-উদ্যোক্তারা করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তাই সহজ শর্তে ঋণ না পেলে নারীরা তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারবেন না।

মানতাশা আহমেদ বলেন, কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সাথে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও কনস্যুলেটের মাধ্যমে যদি যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া যায় তবে ভালো ফলাফল আসবে। এক্ষেত্রে এটুআই, ইপিবি, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। ইপিবি এবং এসএমই ফাউন্ডেশন তাদের মেন্টরশিপ কর্মসূচিসমূহ বাড়াতে পারে।

ড. মো. মফিজুর রহমান বলেন, ইতোমধ্যেই নারী-উদ্যোক্তা ডাটাবেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এটুআই এর সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ এসএমই ডাটাবেস ২০২২ এ চালু করা হবে বলেও তিনি জানান। এসএমই ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বাজার সংযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, প্রস্তাবিত ডিসপ্লে সেন্টারে উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

‘Export Readiness Training for SMEs in the Agro-Processing Sector’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৪-১৬ নভেম্বর ২০২১ নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Export Readiness Training for SMEs in the Agro Processing Sector’ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে ১. বানিজ্য ও জেন্ডার ২. পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন ৩. Socially Responsible Business Practices ৪. রপ্তানি প্রস্তুতি ৫. Export Plan প্রস্তুতকরণ ৬. টার্গেট মার্কেট ও সঠিক ক্রেতা চিহ্নিতকরণ ৭. Building an Online Presence এবং ৮. Export Documentation/Customs নিয়ে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ধারণা দেয়া হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, সালাহউদ্দিন মাহমুদ ও মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। এসএমই ফাউন্ডেশন ও TFO Canada মধ্যকার ৫ বছর মেয়াদি সমঝোতা স্মারকের আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

‘Export Readiness Training for SMEs in the Agro-Processing Sector’ প্রশিক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

‘Training on Home Decor for women entrepreneurs’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

২১-২৫ নভেম্বর ২০২১ ঢাকায় ‘Training on Home Decor for women entrepreneurs’ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে গৃহসজ্জা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, Home Decor এর প্রকার, হ্যান্ড পেইন্ট, গ্লাস প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং, ব্লক ও বাটিক, পটারি প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার আওতায় New women entrepreneurs Development programs কর্মসূচির আওতায় ৭টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

‘এসএমই ব্যবসায় উদ্ভাবন: COVID-19 প্রেক্ষাপট’ কর্মশালা

‘এসএমই ব্যবসায় উদ্ভাবন: COVID-19 প্রেক্ষাপট’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ

বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সফল হতে ও তা ধরে রাখতে প্রয়োজন নতুনত্ব ও উদ্ভাবন। উদ্ভাবন হচ্ছে সফল ব্যবসার চাবিকাঠি। ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য পণ্য এবং বাজার সম্পর্কে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্ভাবন আনয়নে ০৯ অক্টোবর ২০২১ ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে ‘এসএমই ব্যবসায় উদ্ভাবন: কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপট’ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ব্যবসায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয় এবং উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্ভাবন করার বিষয়ে পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন’ কর্মশালা

করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যা সমাধানে অনলাইন মাধ্যমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অনলাইন ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম আয়োজন, যা করোনা পরিস্থিতিতে বহুল প্রশংসিতও হয়েছে। গত কয়েক বছরে অনলাইনে পণ্য কেনাকাটার পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়েছে, বিশেষ করে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহ উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এসএমই উদ্যোক্তাগণকে অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনে ইতোমধ্যে আজকেরডিল.কম অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ১৬ নভেম্বর ২০২১ আগারগাঁয়ে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে আজকেরডিল.কম প্ল্যাটফর্মে উদ্যোক্তাদের অর্ন্তভুক্তকরণ বিষয়ে

‘অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ

একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অনলাইন মার্কেটপ্লেসের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং প্রক্রিয়া উদ্যোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। এতে বিভিন্ন খাতের ৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি’র কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন’ কর্মশালা

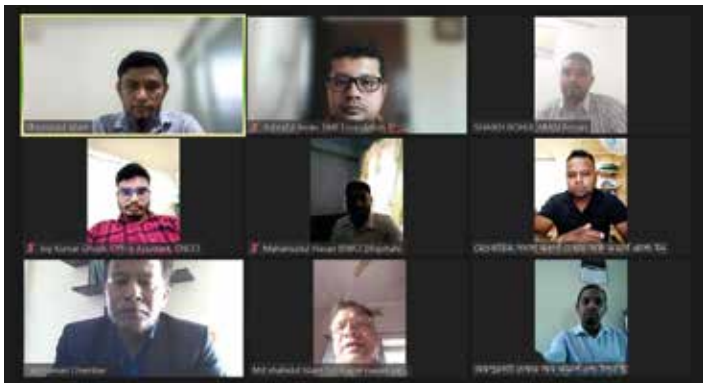

‘এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি’র কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণের একাংশ

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম পূর্বশর্ত। এসএমই উদ্যোক্তারা আইসিটিবান্ধব হলেই কেবল তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও টেকসই করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যবসায় আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় অনলাইনে ০৬ নভেম্বর ২০২১ ‘অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় রাজশাহী, রংপুর ও খুলনার ৬টি ট্রেডবডি ও অ্যাসোসিয়েশনের ১৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘Management Capacity Development’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-র সহায়তায় দেশের রপ্তানিমুখী ও সম্ভাবনাময় এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ‘The Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness’ শীর্ষক একটি প্রকল্প শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তার অংশ হিসেবে ১৩-১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ‘Management Capacity Development’ ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে আন্তর্জাতিক মানের মডেল প্রোডাকশন লাইন ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়। প্রথম দিনে প্রশিক্ষণার্থীরা গাজীপুরে বেঙ্গল পলিমার ওয়ারস-এ স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের মডেল প্রোডাকশন লাইন সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষণার্থীরা কোয়ালিটি কন্ট্রোল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

‘Management Capacity Development’ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণের একাংশ

প্রশিক্ষণে দেশের প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প খাতের ১৫জন উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক পরিচালনা করেন ২জন জাপানি প্রশিক্ষক কিসুকে সুগিয়ামা ও হিদেকি তাবুচি। এতে প্রায় ১০০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘৪র্থ শিল্প বিপ্লব: এসএমই’দের করণীয়’ সেমিনার

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ এর অংশ হিসেবে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘৪র্থ শিল্প বিপ্লব: এসএমই’দের করণীয়’ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফেরদৌস সরোয়ার। প্যানেল আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সজল চন্দ্র বণিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামীম আহমেদ দেওয়ান। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংক এশিয়া’র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা এবং বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ)।

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘৪র্থ শিল্পবিপ্লব: এসএমই’দের করণীয়’ সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

সেমিনারে এসএমই উদ্যোক্তা ও অংশীজন ৪র্থ শিল্প বিপ্লব , এর সুফল, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, প্রায়োগিক ব্যবহার, এসএমই-তে বাস্তবায়ন কৌশল ও করণীয় বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

‘Improvising Competency Standard of SME Foundation by adapting 4IR Technologies’ কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় ২৩ অক্টোবর ২০২১ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকায় ‘Improvising Competency Standard of SME Foundation by adapting 4IR Technologies’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত ‘SME SHIFT: Skills for High Impact Future Technology’ পাইলট প্রকল্পের আওতায় উক্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর কর্মকর্তাগণ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে Competency Standard প্রণয়নের ওপর প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ২টি কোর্সের Competency Standard ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের আলোকে পরিমার্জন করে প্রণীতব্য Foundry Molding-4.0 এবং Heat Treatment-4.0 কোর্সের Unit of

‘Improvising Competency Standard of SME Foundation by adapting 4IR Technologies’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দের একাংশ

Competency এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সেক্টর বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস)-এর উদ্যোক্তা ও এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২টি প্যানেলে ১৬জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান এবং এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

‘৪র্থ শিল্প বিপ্লব: এসএমইদের প্রস্তুতি’ কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় ২৭-২৮ অক্টোবর ২০২১ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকায় ‘৪র্থ শিল্প বিপ্লব: এসএমইদের প্রস্তুতি’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কী, এর সুফল, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, প্রায়োগিক ব্যবহার, এসএমই-তে বাস্তবায়ন কৌশল ও করণীয় বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক ধারণা প্রদান এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কেন্দ্রিক পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান Idea 3D Solution এর বিভিন্ন 3D Printer & Accessories এবং Intelligent Machines-এর Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Computer Vision নির্ভর বিভিন্ন সেবার ডেমনস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিজিএমইএ), বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ), এবং বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি (বিএমএসএস)-এর উদ্যোক্তা, অ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ, সেক্টর বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও অন্যান্য অংশীজনসহ ৩৫জন অংশগ্রহণ করেন।

‘বেকারি ও স্ন্যাক্স পণ্যের আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি’ কর্মশালা আয়োজন

হোমমেড বেকারি ও স্ন্যাক্স পণ্যের মান্নোনয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকায় ‘বেকারি ও স্ন্যাক্স পণ্যের আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প পরিসরে বেকারি ও স্ন্যাক্স পণ্য প্রস্তুত ও অনলাইনে বিপণনকারী ১৫জন উদ্যোক্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার অংশ হিসেবে উদ্যোক্তাগণ বাড্ডায় সেঞ্চুরী ফুড এবং উত্তরায় প্রতিভা ট্রেডিং কর্পোরেশন ও সেফ ট্রেডিং কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন। কর্মশালায় কারখানা ব্যবস্থাপনা, কারখানা লে-আউট, মেশিনারিজ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, স্টোরেজ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে ধারণা প্রদান করা হয়।

এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাহউদ্দিন মাহমুদ

০১ নভেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে ১৯৮২ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সালাহউদ্দিন মাহমুদ ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৫ম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। সরকারি চাকরিতে দীর্ঘ ৩৬ বছরের কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিচালক ও মহাপরিচালক এবং কুমিল্লা বার্ড-এর মহাপরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও স্টাডি টুরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, চিলি, কলম্বিয়া, ইউএই, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের গর্বিত পিতা।

ফাউন্ডেশনের নবনিযুক্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাহউদ্দিন মাহমুদ

'এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা: নারী-উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' সেমিনার

২৯ নভেম্বর ২০২১ 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা: নারী-উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব ও অ্যাকশনএইড, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এসএমই ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) সভাপতি এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মির্জা নূরুল গণী শোভন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাহউদ্দিন মাহমুদ, মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর উপব্যবস্থাপক হাতেম আলী। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান। মহামারী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই নারী-উদ্যোক্তাদের সার্বিক ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদানে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এ উল্লেখিত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল থেকে নারী-উদ্যোক্তাগণ কী ধরনের ব্যবসায়িক সুরক্ষা ও সহায়তা পেতে পারেন, এক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন কীভাবে এসব নীতি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা থেকে সিএমএসএমই নারী-উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তা প্রদান

'এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা: নারী-উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

করতে পারে, সেমিনারে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আয়োজক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, নারী-উদ্যোক্তাসহ প্রায় ৫০জন অতিথি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে উইম্যান ট্রেডবডিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে বিভিন্ন নারী-উদ্যোক্তা চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম রয়েছে। করোনার প্রভাবে এসব ট্রেডবডির কার্যক্রম তীব্রভাবে ব্যহত হয়েছে। উদ্যোক্তা উন্নয়নে ট্রেডবডি'র কার্যক্রম তরান্বিতকরণ ও শক্তিশালীকরণে সম্ভাব্য সহায়তার ক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২১ অনলাইনে অংশীজন পরামর্শ সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, বান্দরবান, পটুয়াখালী, দিনাজপুর, শেরপুর, সুনামগঞ্জ ও কক্সবাজার উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইম্যান এন্টারপ্রেনিওরস, উইম্যান এন্টারপ্রেনিওরস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ, উইম্যান এন্টারপ্রেনিওরস নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট,

অনলাইনে আয়োজিতনারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে উইম্যান ট্রেডবডিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণের একাংশ

অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস উইম্যান এন্টারপ্রেনিওরস, তৃণমূল নারী-উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন এবং উইম্যান এমপাওয়ারমেন্ট অর্গানাইজেশন এর সভাপতি/প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান ও ব্যবস্থাপক নাজমা খাতুন। অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তা চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনান্তে চলতি ও আগামী অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ওয়েবিনারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ' কর্মশালা আয়োজন

আধুনিক প্রযুক্তির সুষম বিকাশ, খাদ্য পণ্যের মান্নোনয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর ২০২১ বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে 'খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)-মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) খলিল আহমদ। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ ঘি, জ্যাম, মধু, আচার, দই ইত্যাদি পণ্যের বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াজাতকরণ সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং খাদ্য পণ্য তৈরিতে কাচাঁমাল এর ব্যবহার, উৎপাদন প্রক্রিয়া, মোড়কজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। কর্মশালায় খাদ্য পণ্য উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, খামারী ও উদ্যোক্তাসহ ২৫জন অংশগ্রহণ করেন।

‘সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এসএমই ক্লাস্টারের ভূমিকা’ সেমিনার আয়োজন

এসএমই ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১-এর অংশ হিসেবে ০৬ ডিসেম্বর ২০২১, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এসএমই ক্লাস্টারের ভূমিকা’ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক মির্জা নুরুল গণী শোভন এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক খাজা শাহরিয়ার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচক ছিলেন ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. রাশেদুল করীম মুন্না এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

‘সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এসএমই ক্লাস্টারের ভূমিকা’ সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের এসএমই’দের উন্নয়ন এবং Bottom-Up উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। সকল কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা করে একটি ন্যাশনাল ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন যা প্রতিনিয়ত আপডেট থাকবে। তাহলেই অঞ্চলভিত্তিক সিএমএসএমই’দের উন্নয়ন সাধন সহজ হবে।

খাজা শাহরিয়ার বলেন, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি প্রশংসার দাবি রাখে।

মির্জা নুরুল গণী শোভন বলেন, ক্লাস্টারভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশনকে বাজেট বরাদ্দ দেয়া দরকার।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের শিল্প ও অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। তিনি এসএমই খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাবনা রাখেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ফাউন্ডেশন ২২টি ক্লাস্টারের প্রায় ৪৩০০জন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যা সার্বিকভাবে তাদের ব্যবসার উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব ভবন প্রয়োজন। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের পণ্য বছরব্যাপী প্রদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলোতে ‘ডিসপ্লে সেন্টার’ করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা চলছে। এছাড়া আগামী বাজেটে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দ নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন তিনি।

অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, উদ্যোক্তাদের সমস্যা সমাধানে পলিসি প্রণয়ন ও পরিবর্তনে এসএমই ফাউন্ডেশন সর্বোচ্চ সহযোগিতার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

‘Post-COVID-19 Financing Mechanism for SMEs: Challenges and Readiness’ সেমিনার

এসএমই খাতের জন্য নতুন অর্থায়ন পদ্ধতির সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ “Post-COVID 19 Financing Mechanism for SMEs: Challenges and Readiness” সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার অংশ হিসেবে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং ইস্টার্ণ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. খোরশেদ আনোয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশন মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি।

‘Post-COVID 19 Financing Mechanism for SMEs: Challenges and Readiness’ সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ বলেন, উদ্যোক্তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। কারণ তারা ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোক্তা হয়েছেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদেরকে Profit Maximization এর পাশাপাশি Welfare Maximization এর প্রতিও নজর দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও বাস্তবে এর প্রয়োগের মধ্যে কোন গ্যাপ থাকলে তা খুঁজে বের করে সমাধানের পরামর্শ দেন।

ইস্টার্ণ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. খোরশেদ আনোয়ার বলেন, মালিক পক্ষ বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরকে এসএমই ফোকাস হতে হবে। এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশনকে সহজ করতে হবে এবং এমএমই ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, ব্যাংকাররা অনেক সময় অতিরিক্ত কাগজপত্র নিয়ে থাকে বিভিন্ন সংস্থার জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তিনি পরিচালন খরচ কমানোর জন্য Digital Lending এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান সবাইকে এসএমই খাত উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভবপর হবে। তিনি এসএমই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যাকে আলাদাভাবে না দেখে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তা সমাধান করতে ব্যাংকারদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্পাদনা পরিষদ: সালাহউদ্দিন মাহমুদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মো: আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। ফোন: (+৮৮০২) ৪১০২৪১০৮-১০ ফ্যাক্স: ৪১০২৪১১১, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd